প্রথম প্রকাশ : ২২ ডিসেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক : সত্যজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ । কলকাতা-১৭

মুদ্রক : মন্মথ সিংহ রায়
'রূপলেখা'
২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট । কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : চিত্র । শ্যামল দত্তরায়
রেখাঙ্কন । সুবোধ দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

জয়তী, সুরজিৎ

সূচী

১

দুঃখত্রাণের উপত্যকায়
উপচে-পড়া স্বাধীনতায়
পুষ্পাঞ্জলিথাহার

আনন্দ

বাছুরের খুরে যতোটুকু ধুলো ওঠে
তার বেশি নয়। উৎসর্গের আগে
মহিষের কণামাত্রিক হৃৎপিণ্ডের
মধ্যবৃত্তে যেটুকু চক্র ধরে
তার বেশি আমি কাজে না লাগিয়ে দেখি

আনন্দ বলে কাকে!

কোঙ্কনি ভাষা বলেছিল পাখি

কোঙ্কনি ভাষা বলেছিল পাখি গহন সন্ধ্যাবেলা
ভাঙা মান্দাস ভেলা
ভাসিয়ে তখন মাঝগাঙে আমি অস্তাচলের মুখে

ডাঙায় দাঁড়িয়ে যতো
অন্তরঙ্গ অবন্ধু মাতে কবন্ধ কৌতুকে
অশ্লীল রীতিমতো

আমি জানতাম অন্ত ডাঙায় অস্থির বন্ধুরা
ভয়ন্ত উদ্বেগে
একবার নদী ঝাঁপতালে মাতে একবার মন্থরা

মৃত্যু হঠাৎ উঠে এল খুব জলের মধ্য থেকে
অপগণ্ড মণ্ডলে
মৃত্যু পরেছে পরচুলা দেখি গহন সন্ধ্যাবেলা

মৃত্যুর হাতে বসে আছে এক কোঙ্কনিভাষী পাখি
কথার ফস্‌ফরাসে
জ্বলে মৃত্যুর পরচুলা ছেয়ে অনর্গল জোনাকি

আমার সর্বনাশে
তখন অপার আনন্দ এক : বন্ধু-অবন্ধুরা
সেই জোনাকির বাতিঘর ঘিরে আমার সঙ্গে ভাসে !

প্রত্যাহার

আঁদ্রে জিদের জর্নালে দ্বিধা ছিল,
সংশয় থেকে সাহস পেলাম আমিও,
বুকে দুরুদুরু মৃদঙ্গ বিদারিল,
তথাপি সামনে এগিয়ে ছুঁলাম নীলাভ উত্তরীয় !

প্রান্তরে ছিল ছড়ানো বহুব্রীহি,
চাষীরা ফিরেছে, বয়ঃসন্ধি ভেঙেছে রাখাল ছেলে,
অবতংসের আলো-আঁধারির কিনারে শব্দ জ্বেলে
তাকে বললাম :   'আমি হতে চাই সচ্ছল সুগৃহী ।'

'তার মানে তুমি চাও তন্ত্রসংহিতা
মধ্যরাত্রে,' সে আমায় বলে, 'আর
বলতে কি চাও সংসার শয্যার
সুলভ সংস্করণ ?'   বলেই সলজ্জ দর্পিতা

অদৃশ্য হলো, মানুষের কাছে হেরে
ধারণা ছড়িয়ে সে-কোন্ পরমপিতা
তৃপ্ত থাকেন !   লালপেড়ে শাড়ি ছেড়ে
কৌশেয় বাস পরল যখন আমার কপালফেরে

ভুলে গেল ছিল সে আমার মনোনীতা !

প্রহর, প্রহরী

একটি রাখাল তার বাঁশি ফেলে দিয়ে
তুলে নেয় নতুন ভূমিকা :
এক মুক্তিজাগর প্রহরী ।

যাদের বাঁচাবে বলে এ-ভূমিকা সেসব খুনীরা
তাকে গেল জীবন এড়িয়ে !

বাঁশিটাকে মৃতদেহ গণ্য করে সাতশো ফড়িং
বয়ে নিয়ে গেল যেই রাখাল সময়ানুগ গান
গেয়ে উঠল, সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ বললেন 'বোরিং' ।

বিপর্যাস

লোকটিকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলে
সেখানে গাছের সঙ্গে গাছের এমন বুনট
এমন-কি কৃশ কৃত্তিকা তারা আঙুল ঢোকাবে ছিল না সুযোগ

প্রতিহত ঐ লোকগুলো তার ফলে
নিয়ে গেল ওকে নদীতে ডোবাতে, গিয়ে আরো হতবোধ :

ছট্-পরবের কোটি অর্বুদ পিদ্দিম ভাসে জলে।

অনন্তোপায়

দিন যেখানে অনন্তোপায়
রাতজোনাকি গুঁজে দেবো আমি তোমার
বিনোদ-খোপায়

রাত যেখানে জন্মবধির
সকাল হবার একটু আগে ঝরবে আমার
রুদ্র রুধির

বাঁচতে হবে তাই-না এত ছ্যালোকধাঁধা
যে করে হোক করতে কিন্তু হবেই এবার
বাঁচার উপায়

তা না হলে হাসতে-হাসতে মরতে হবে
কান্না-কান্নার ছন্দে বাঁধা
নাহলে কি মৃত্যু হয় না সগৌরবে ?

মুক্তিসুখ

স্বচক্ষে দেখা তিন ধীবর
জালে বেঁধে নিল ইন্দীবর
ছুঁড়ে দিল ফের অগাধজলে
ছিল এক মাছ কমলদলে

আর সেই মাছ মুক্তিসুখ
সম্বল করে তার ভিতর
নড়ে ওঠে যেই তাকে বিঁধে নিল
একটা শামুক এক শালুক

মুসাফির

সৌদি আরব-আকাশ থেকে
চোখে পড়ল যোজন-যোজন
হীরাকুণ্ড তেলের খনি :
সেইখানে স্নান করে এল আমার পাখি
তাকেই আমি জ্বালিয়ে-ঝল্‌সিয়ে
পাতলাম বন্ধুদের সঙ্গে মহ্‌ফিল আর মহামিলন !

মায়াবী জল্লাদ

আজ সকালে লেবু রোদ প্রয়োজনের চেয়েও বেশি
তালপাতার ঠোঙায় ঐ ভরে নিচ্ছে আলোর আতার ক্ষীর
আমার পরম আততায়ী।

আততায়ীর
হাতঘড়িটার দাম আছে। আর বেশ-একটু আয়েশী
মনে হচ্ছে ঘাতকটিকে, এখনো নয় হত্যার মেশিন!

এখনো নয় হত্যাকারী, এ আবার কোন্‌ক্লেশী,
ভাবতে-ভাবতে মনের মধ্যে মারতে থাকি রাজা-উজির!

সবুজ এনেছো

মহা-একাকীর রাজপথে একি ভোরের শিউলি ঝরে
রাত্রিবেলায়, যৌনমিলন থেকে
গভীর সত্য খুব সম্ভব যখন পথের ঘরে
একা হয়ে কেউ কিছু সভ্যতা শেখে,
দুঃখ হয়তো অন্তরাত্মা অধিক শোভন করে।

আগে ছিল শুধু তরল পদ্ম ভীষণ গর্হণীয়,
অথবা গোলাপ তলে-তলে ঘুণধরা
নতুন নতুন বর্হপালক নিয়ে প্রলুব্ধ করা
ইত্যাদি ছিল সুখের ধারণা, আর ছিল বাঁচা-মরা
আবেগের 'পরে নির্ভরশীল সকাল শর্বরীও

এখন সকাল এবং রাত্রি তোমারি তো স্বরচিত
কবিতার মতো, রাত যেই এসে পড়ে
তুমি তার চেয়ে বয়স্কতর, সুতরাং গর্বিত
রাজপথে তুমি অক্ষরে-অক্ষরে
রাত দশটায় শেফালি ঝরিয়ে পুলকে জর্জরিত
সবুজ এনেছো, দুঃখকে তুমি কেন রাখো মনজরে ?

কালো রাখি

একটি রাখাল—কৃষ্ণ—সন্দেহঘনিম চেয়ে রয়
অধ্যাপকের দিকে

ঘুরে যায় ক্ষীণায়ু সংকলনের জঙ্গম গ্রন্থাগার নিয়ে
তিন বন্ধু

C. L. T.-র শিশুগোষ্ঠী একটি বিপল থমকে থেকে
মেতে ওঠে আসন্ন হঠাৎ

না-বিকোনো ছবি জাগে পটুয়ার পরিসর জুড়ে
নিজেকে যে বিকোয়নি—অবিজিত আছে অন্তঃপুরে—

হাতে অরব প্রতিবাদের কালো রাখি কবির মিছিল যায়
শহরসন্ধ্যায়

দীর্ণ করে ফেলে তার দরবারি গেরুয়া পোশাক
শ্রমণ চলেছে এক যুগ্মতার দুর্গম মন্দিরে

এত আয়োজন শুধু একটি ছাত্রীর হত্যা ঘিরে

মরসুম

নিসর্গে

সবুজ ডেকেছে বান। পাহাড়ের খাদে
এ কোন্ বিবক্ষা ছিল? এখানে ঈশ্বরও
নিশ্চুপ অধোবদন ; ভক্তির প্রহ্লাদে
শব্দ নেই। তবে কেন শব্দ খুঁজে মরো?
এখানে অরণ্য অরণ্যে শুধু কাঁদে
উপুড়, উন্মুখ, মৌন। তুমিও বিজয়ো
কবিস্বভাবের কান্না। তুমি ডান হাতে
আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করো।

সবুজ, ঘন সবুজ, বিনয়ী সবুজ ;
একটি বর্ণের এত জাদু? ধানখেতে
ভুবকে, ফাটলে, পথে অগ্রজ-অনুজ
তমাল কবির দল অসিত সঙ্কেতে
কীর্ণ করেছেন মায়া।
চলো, তাঁবু পেতে
তেষ্টি গড়ো কলকাতায় ধীরে, অতর্কিতে,
কিন্তু যেন সঙ্গে থাকে শব্দের শিলমুজ।

সমগ্রে

গিরিবর্ত্মে দুই হাত উত্তোলিত ক'রে
যা দেখেছো, তারপর নিচে নেমে এসে
যা পেয়েছো, সেই সবি দারুণ অপার,
সারসংকলন কেউ করতে পেরেছে ?

তাছাড়া, যা দেখেছিলে, আর দেখবে না ;
কিছুই সুস্থির নয়, ঘূর্ণির শিকার,
ঈশ্বর, মানুষ, প্রেম, নাট্যপ্রযোজনা
মুহূর্তে বিদ্রব, আর মুহূর্ত কখনো
সমুদ্রে যায় না, সে তো নিজেই সমুদ্র—
তুমি সারসংকলন করতে যেয়ো' না।

একবার বৃষ্টি ছ্যাখো, তারপরে ঘরে
মোম জ্বেলে সেই মোম প্রশমিত করে
ভিজে-ভিজে ভবানীপুরের দিকে যাও,
নতুন-নতুন দৃশ্য দেখে যেতে হবে।

উল্টোরথ

সাইকেল-রিক্‌শার হর্ণ বেজে উঠলো কুকুরের মতো
অথচ আরোহী নেই, অথবা সারথি। রিক্‌শা চলে
হুবহু ভূতের গল্প যেরকম। মধ্যাহ্ন ভূতের রক্তে ঘাস
পাতাশ দেখায়, এত নিরপেক্ষ কুকুর দেখিনি
পুরাকৃত্তে কি জীবনে; রিক্‌শা চ'লে যায়
ট্রামলাইনের মতো তুহিন ইস্পাতি লক্ষ্যে একা,
অবশেষে চৌমাথায় মানুষের সনাক্তকরণে
ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, ধরে আমাকে প্রথমে, আমি চুপে
দেখাই শিল্‌মোহর—প্রেমিক ছিলাম, তার—সেটা
কোনো কাজে লাগলো না, কেন না আমার
বিরহ ফুরিয়ে গেছে, বিরহ ফুরিয়ে গেলে আর
বেঁচে-থাকা অসভ্যতা, সাইকেল-রিক্‌শার দুটো চাকা
আমাকে আক্রোশে পেষে, ছেঁড়ে, ঘষে, কামড়ায়, আঁচড়ায়

দিদি

পৃথিবীর এককোণে প'ড়ে আছে একরাশ মুকুল প্রণত
আমাদের একজন ভাই
আমরা দেখি না তাকে অথবা মূলত
দেখি যেন এককোণে অবজ্ঞাত প'ড়ে আছে, ভাই।

গোঁজ হয়ে প'ড়ে আছে মেঝের উপরে
কাঠের হরফগুলি নিয়ে সে দাসানুদাস
আতুর অন্ধের ঠাঁমে খেলার মাধ্যমে পড়া করে
হরফ সরাতে থাকে তার এক দিদির নবাস।

আর সেই দিদি জানে, জানে, তবু দাঁতে নিয়ে ঘাস
বড়ো-জা'র ছেলে কোলে কোন্নগরে ফিরছে পিঞ্জরে,
ভাইফোঁটা তুলে রাখে দেয়ালে আমার মাথা খাস
ক্যানভাসারের কানে বলিস নে ডানকুনি প্যাসেঞ্জারে।

প্রেমিকা

চেয়েছিলাম সহাবস্থান
দেখিয়ে দিলে মহাপ্রস্থান   আঙুল তুলে ;
যেই না করতে গেছি ভক্তি
দেখি অথৈ রক্তারক্তি   দশ আঙুলে ।
রক্ত মুছতে জামার কাপড়
ছিঁড়তে গেছি অমনি 'পামর' বাজল কানে –
বাজল ব্যথা তার চেয়েও
বললে যখন : 'খেয়ে যেয়ো আজ এখানে ।'

প্রেমিক

প্রেমিক
বারান্দায় টয়েনবির বই পড়ছে
কোনো বন্ধু হাত থেকে বই কেড়ে নিক
ভাবছে, আর প্রণয়ের আপন গরজে
তাকে ঘিরে ঝরছে সময়।

তাকে যেতে হবেনা কোথাও
প্রেমিকার কাছেও না, চন্দ্রোদয়
মূর্ছিত করে না তাকে, 'সাড়া দাও'
বলেনা মল্লিকা ফুল, তাকে ঘিরে-ঘিরে ঘর খোঁজে
হা-ঘরে সময়!

অধ্যাপিকা

স্যুর অ্যাভিন্যুর শেষ বাঁকে
স্পষ্ট বলে এলাম 'তোমাকে
অন্তত—গোটা জীবনে একবার—বিধাতার কাছে
নগ্ন হতে বলি,
এবং নগ্নতা মানে সভ্যতার প্রচ্ছাদন নয়
কিংবা এক ফাঁকে
কন্দর্পনির্দেশে খুব ঢেকে-ঢেকে রাখা কুন্দকলি ;
এবং নগ্নতা নয় অভিনীত সুদীর্ঘ প্রণয় ।'

শ্রাবণের শেষে

শরণার্থীর প্রথম সারিতে কাঁপে পুরোহিতদল,
কেউ মৈথিলী ব্রাহ্মণ, কারো কীর্তির কিঞ্চল
ঝরে গিয়ে শুধু হাওয়ায় অহং লেগে—
বাকিরা কীর্ণ হাওড়া স্টেশনে গোত্রের উদ্বেগে

রয়ে গেছে শুধু দানসাগরের ত্রাণসামগ্রী, আর
দু'-তিনটি যজমানের কিছু অসাড়
কৃতজ্ঞতার ছল।
মাটি নয় মাটি, জল নয় জল—

কালো কাশবন ঘিরে আছে কালো শিউলির জঙ্গল।

অন্য ঘরে দারুণ আশ্বিন

ঘর বদল করলেই শরৎ
আমার জানলায় এসে এক থোকা শেফালি হুলুস্থুল

ঘর পালটিয়ে দেখি আমি
বন্যার্তের তহবিল অবান্তর কোণে প'ড়ে থাকে
চব্বিশ পরগনা থেকে মানুষের স্বনির্ভর বিজয়সেনানী
শস্য ও শেফালি নিয়ে সাহস ছড়িয়ে ছুটে যায়

এ ঘরে শ্রাবণ-ভাদ্র যুগ্মসংখ্যা। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের স্তূপ
নারী তুমি আমার পাশের ঘরে কাশফুল বয়ে নিয়ে যাও

আমি যদি না যাই তবুও খুব তীব্র কাশফুল ভ'রে নিতে
প্লাস্টিকের নীল বালতি নিয়ে যাবে পাড়ার শিশুরা।

ফলশ্রুতি

১

তিনমাত্রার সূর্য আমায় নিপুণ ছান্দসিক
সবার কাছে প্রমাণ করতে যাবে
এমন সময় অপমানে পাংশুল পুবদিক
সূর্যকে ভুল বোঝালো ভুল ভাবে

আর তখনি ছন্দ আমার ঠিক
ঠাউরে নিয়ে সবাই মিলে আমার জীবন মাপে,
বধির আমি—আমায় ঘিরে অন্ধকার কাঁপে—
ওদের ততোই মাতাল বৈতালিক !

২

শ্রোত্রিয় তবে অভিশাপ বলেছিল ?
নাহয় আমার ঘরণী দিনের শেষে,
ভেসে গিয়েছিল সহসা বহির্দেশে
আর আমি তার স্নান-করা ঘোলাজলও
গচ্ছিত করে রেখেছি ফুলদানিতে ;
তাই বুঝি ঐ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
গাহন করবে আমার নীল শোণিতে ?
সযত্নে বেঁধে রেখে গেছে শানকিতে
ঘরণী আমার, খেতে বসে পুরোহিত
ভুলে গেছে আহা আহ্নিক সেরে নিতে !

চরিত্রায়ণ

ভয়ংকর সুন্দর সকাল
আমার হাতের একতাল
মাটি—আমি সুন্দর সকাল
ভেঙে এক পাপিষ্ঠা-কাঠামো
গড়ে তুলি, যার চতুর্দিকে
ওড়ে ক্লীব এক পঙ্গপাল।
পাপিষ্ঠার দেহ ছিল, বুকে
যুগ্মজবা ছিল, যথোচিত
শান্তি ও অশান্তি ছিল তার
ঘুমন্ত রূপের ত্রেতাযুগে,
এমন-কি তার ডাকনামও
ছিল রক্তকরবী-খচিত।
আর এই পঙ্গপাল ছিল
শিল্পী। এক শ্রেষ্ঠীর নির্দেশে
কামনার কুণ্ড জ্বালছিল।
শিল্পী—সে নিজেই যদি এসে
আগুন জ্বালাতো,
আপত্তি ছিলোনা; রুদ্রবেশে
কৃত্রিম দর্পণে প্রতিভাত
মধ্যাহ্ন জ্বালাতো যদি হেসে,
তবে ভালো হতো। কিন্তু শ্রেষ্ঠীর নির্দেশে
আগুন জ্বালিয়েছিল ব'লে
পুরস্কার পেয়েছিল বটে,
কিন্তু সে পিচ্ছিল পুরস্কার
নরজন্ম থেকে অন্তপথে

নিয়ে এল তাকে, আর সেই
নারী তারে পরোক্ষভাবেই
দিয়েছিল প্রবেশাধিকার,
তাদের সম্পর্ক আজ পক্ষপাল আর পাপিষ্ঠার

পুজাবকাশ

রম্যাগ্নির আভাস ; বিস্ফোরণ
ঘটাবে না কেউ।
                প্রতিমা নিরঞ্জন
হয়ে যাবে যেই তখুনি আস্ফালন
শুরু হয়ে যাবে, এবং বিষমোচন ;
এ ওকে পেটাবে, অবাধ লুণ্ঠনরাজে
বিজিত শিবিরে বিধবারা কয়জন
নিযুক্ত হবে সবরকমের কাজে

আপাতত খুব স্নিগ্ধ ও চন্দন :
শেফালির নিচে বারুদ লুকিয়ে আছে

মুহূর্তে আমার এ হৃদয়

হাত থেকে জলের গ্লাশ উল্টে গিয়ে হঠাৎ
ভারতবর্ষের এক একাকার মানচিত্র হলো,
তারপর যতো দুঃখী দেশ মিলে তৃতীয় পৃথিবী।

এ এক মুহূর্ত যার মুহূর্তে আমার এ হৃদয়

কাকে আজ জল দেবো? কে আমার প্রার্থিনী এখন?
দুপুরবেলায় দেখি পুণ্যলালসায়
বৃদ্ধার নির্জলা উপবাস,
নৈহাটি লোকাল ধ'রে কলকাতায় এসে
কলেজের দুটি মেয়ে অন্ধ জলসত্রে চলে যায়

জলের গ্লাশটা ফের সোজা করে লেখার টেবিলে রাখলাম
ভারতবর্ষের চেয়ে দুঃখী দেশ আমার হৃদয়

খোয়াই

নিভল যেই প্রদীপ
খোয়াই থেকে উঠে এল
লালমাথা টিট্টিভ !

কেটে নিলাম মাথা
ঘটবে না আর তীব্র বিস্ফুরণ
তাই সুখী কলকাতা !

অংশগ্রহণ

শুধু হেঁটে-যাওয়া, এক হ্যাক কাঠুরিয়া
গাছের ঘাতক হতে গিয়ে অকস্মাৎ
অসহায় বসে থাকে (এই শেষ গাছ
এ অরণ্যে) হেঁটে যেতে গিয়ে দু'বিপল
বৃক্ষ আর কাঠুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আরো চলে যেতে থাকা, এই শেষবার—
এরপর শেষ হবে নিরপেক্ষতার,
কোন মানুষের কাজে যোগ দিতে হবে,
যোগ দিতে হবে ভেবে আনন্দ ধরে না···

আগম-নিগম

শিশুরা খেলবে
এই তো নিয়ম
বুড়োরা দেখবে
তাই বুঝি কম
হঠাৎ দেখছি
হলদিয়া মাঠে
বদলিয়ে গেছে
আগম-নিগম :

বুড়োরা খেলছে
শিশুরা দেখছে

বিরতি চিহ্ন

ওরা ঐ নেমে আসে চা-বাগান থেকে
পথে শেষ হয়ে যায় পুঁজি
—আবার জীবিকা পাবে কোনোদিন
সুখের কিনার ঘেঁষে উদাসীন—
চায়ের দোকানে এক শহুরে শিল্পীর কাছে শেখে
ওদের নিয়েই লেখা লোকগীতি !

ত্রিকালজ্ঞ

আমরা দু'জন দু'দিক থেকে আমাদের পিতাকে
তর্জমা করে দিচ্ছি অন্যভাষায় কবিতা।

আমাদের পিতার বয়স বাড়ছে, যেমন সচরাচর সবারই বয়স
হতে থাকে
আমাদের দুজনেরও বয়স বাড়ছে, অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতার আলোয় আমাদের দু'জনের তর্জমা
দু'রকম হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের
ত্রিকালজ্ঞ পিতার অভিজ্ঞতা আরো।
তিনি কোনো ভাষ্যই উড়িয়ে দিচ্ছেন না।
সম্পূর্ণ তৃতীয় পাঠ তৈরি করে নিচ্ছেন
মূল রচনার কাছাকাছি

অভাজন : উৎসতলায়

চলন্তিকা মা আমার খুব ছোট্ট দেখতে
ঘুরে যাচ্ছেন তুলসীতলায়
বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর আবেগের মিতব্যয়িতায়

থেকে-থে.কই সুরদাসের ভজন থেকে দু-তিনটি চরণ
ছুঁপিয়ে নিচ্ছেন তাঁর নিজস্ব বৈরাগ্যে
হাতের মুঠোয় আলতো অথচ শক্ত ক'রে ধরা
বিশ্বাসের বিজ্ঞানসম্মত
আকারমাত্রিক স্বরলিপি

আমি তাঁর থেকে
বাংলা ভাষার চলতি প্রবাদ ইডিয়াম মন্তব্য
সংগ্রহ করে নিচ্ছি

দু'জন

সে ছিল একাই, সরু আলপথ বেয়ে
তাকে একা-একা পার হতে হয়েছিল
সহায়তা-হাত বাড়িয়ে দেয়নি কেউ

এমন সময় পূর্বাঞ্চল ছেয়ে
বৃষ্টি নামল, তাকে ভাগ নিতে হলো
ছাত্র-আন্দোলনে
—তার প্রাক্তন বন্ধুরা বলে : 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও'—

এখন একা না, ওরা দুইজন প্রেমের ভূমণ্ডলও
পার হয়ে গিয়ে পেয়েছে ঈশ্বারদেহ
পরিবেশ জুড়ে বিথারিত করে স্নেহ

তবু অপ্রিয়, সুযোগবাদীরা লেহন
করে থেকে-থেকে, কাজ সারা হয়ে গেলে
আলায় ওদের নামে অশালীন নিন্দন

আর সে-আলোয় পার হয়ে যায় দু'জন
সমকালতটে দু'জন-দু'জন একা !

ব্যক্তিগত নিশান আমার

ব্যক্তিগত নিশান আমার শারদ নদীতীরে,
তিতিরপাখি বিরূপুচ্ছ আভা
ব্যাপ্ত করে রেখে গেল নিখিল দোলনচাঁপা
নিশান ঘিরে-ঘিরে

তোমার মুক্তিআন্দোলনের সার্থকতা আজ
শরৎ-শরৎ শীতের সন্ধ্যাবেলা—
ভাবছো তুমি তুলবে কি তুলবেনা
জয়কেতন যার ভিতরে তোমার শাদা স্পন্দিত স্বরাজ

নিশান আমার বুকের নিচে রেখেছিলাম আমি
গোপন প্রতীক সবাই জানে পাছে,
আমার নিশান তুলতে গিয়ে তোমার স্তনযুগ
মুক্ত হলো, প্রতিপদের প্রথম চাঁদের কাছে

অঞ্জনা

তোমার নামে ধরিত্রী খুলেছে
আমার কাছে সিংহদ্বার, গঙ্গোত্রীর মুখ,
তোমার নামে তিনটে হরিণ দারুণরকম তেজে
খেলা ছেড়ে ভ্রমণে উৎসুক।

তোমার নামে নক্ষত্রের বৃক্ষ ভরে শুধু
স্পর্শাতীত পল্লব পল্লব……
কোটর থেকে বেরিয়ে এসে মৃত পাখির দল
বাধায় কলরব।

ঐ নামের কনকামৃত কলস থেকে গড়ায়
নশ্বরের নোনা দেয়াল সিক্তনের করুণা কিছু মাগে
যেন তোমায় পার না হয়ে পারবে না কেউ ছুঁতে
ভূমাকে !

কিন্তু তুমি নিজে তখন দস্যুর সোহাগে
শীর্ণ চন্দ্রকলা।
রাতঘড়ি যেই ঘুরে গেল ফাল্গুনের মাঘে
ভোরের দিকে তুমি রজস্বলা !

তীরভুক্তি

হ্যাঁ, অবিকল নির্ভার মেঘ আমার আত্মা।
মেঘের সঙ্গে পাথর বেঁধে
কেন আমায় কাদার মধ্যে
নামিয়ে তুমি সরিয়ে নিলে নরম হাতটা!

আর যখুনি এই বলেছি অমনি ছলাৎ
পাথর ফসকে মেঘ পালাল, যেমন অনাথ
শিশু উধাও পিছন-শিকড়
কিংবা মানবকঙ্কালে হাড়
নেই বলে আর পথার ভাঙে দারুণ প্রপাত।

পরক্ষণে আবার ছাখো, থমকে দাঁড়ায়
তোমার মুখের উপর আমার আত্মা, হারায়
মেঘের স্বভাব, তোমার জবাব
দিয়েছে সেই স্বগত পাপ
থামতে কিংবা চলতে দেয়না, বিনা ভাড়ায়

আকাশে বা আনন্দে নেই কোনো মুক্তি
তুমি আমায় আবার নামাও, তীরভুক্তি
জীবন ভালো জীবন ভালো, আবার কবে
অনুরাধা, তুমি আমার শিকড় হবে?

জেলেনী

খেপ্‌লা জালে মৃজ্‌রি ধরে আনে
আরেক হাতে খইরঙা এক খেমী
একেবারে পথের মধ্যিখানে
জালিয়ে দিল সোহাগ-জোনাক টেমি !
প্রতিবেশীর ভিটার বাঁ-দিকের
খলপা-বেড়া সরাল একটানে
পেতে দিয়ে বলল আমায় 'বোসো।'
পালিয়ে গেল সাত-আটটি খদ্দের !

প্রতিবিধান

এ একরকম ভালো—
পৌর পিতা, অতর্কিতে
নিভিয়ে দিলে আলো।

এক স্তবকের শেষে
আরেক স্তবক শুরু করবো
এমন সময় হেসে

ঘুচিয়ে দিলে বাতি
সেই স্তবকে ভেবেছিলাম
জ্বালবো শুক্লারাতি
এবং আশাবরী—

এখন তোমায় ঘিরবে আঁধার
প্রথম স্তবকেরই।

প্রচ্ছন্ন

জম্বু প্লক্ষ শাল্মলী কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর
সপ্তদ্বীপ পার হয়ে ওরা ফিরে আসছে
অথচ ওদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয়
ছত্র যতো ফতুর ফেরার
হাঁটুর দিকে ঝুঁকে-পড়া মাথার পর মাথা
দু-চারজনের হাতে গুটিয়ে-নেওয়া-তাঁবু
এক-একজনের চোখের কোলে অনপনেয় কালি
কয়েকজনের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে খুব
ওরা নেমে আসছে পাহাড় থেকে
নেমে-আসা উঠে-যাওয়ার চেয়ে সহজ হলেও
ফিরে-আসা নেমে-যাওয়ার চেয়েও শক্ত
তাছাড়াও অখিল জলবলয় নিঃশেষিত করে ফিরছে ওরা
মুখের দিকে তাকালে চিরন্তন শ্মশানযাত্রী ব'লে মনে হয়
কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না
যেন বলবে না কোনো কালেও
একজনের পায়ের পাতা ছিঁড়ে রক্ত রক্ত
পাশের জন অপূর্ব উদাসীন
একমাত্র আমিই জানি অস্বাভাবিক শ্রীহর্ষের আগুন
আর অজস্র স্থলপদ্মের কিঞ্জল
লুকিয়ে আছে ওদের ছদ্মছাইদানির তলায়
আমিই এই বিশুদ্ধ-তথ্যের সাংবাদিক, একবার নাড়া দিলেই
গনগনিয়ে হেসে উঠবে ওরা
ভরাট আনন্দের চাপে ভেঙে ফেলবে প্রকাণ্ড এই পাত্র
যার নাম পৃথিবী
তা যেন না ঘটে তাই ভারসাম্যের ভীরুতায়
দীনাতিদীনের দশা তুলে ধরি মুখের মলাটে !

২

ভোরে ভরেছি শিশির
শিশিরে ভরেছি ভোর
এ নাকি দিবা ও নিশির
মতন খুব স্বতন্ত্র
দুই আচরণ—'তিমির
করেছে তোকে কবন্ধ'
বলে রমেন্দ্র ; 'শিবির
ছেড়েছো' বলে সুহোত্র ।

এ-কানে ঢুকে ও-কর্ণে
কথা ভেসে যায়, নিশীথ
এবং প্রভাতবর্ণের
পরে যে যুগ্মকিরীট
তার সাজা নাকি শুধু মরণই ।

ভোরের ভণিতা

ভোরের মোম গলে, অনীশ্বর
নিসর্গের আর্ট গ্যালারিতেও
ফকির ভ্যাখো এক, ফকির নিজে
নন্দনের 'ন'-ও বোঝে না, শুধু
প্রার্থনার ভাষা জানে, এ মোম
প্রার্থনার ভাষা হয়ে হঠাৎ
ভীষণ সুন্দরে দ্রব যখন
রক্তমৃগ এক নিকটে এসে
তাকায় বাঁকা, তার ভঙ্গনে
রাগিণী পেইন্টিংএ কৃষ্ণরাধা—
শিশিরকণা ধরচৌধুরীর
বাজানো সুরে এই কথা, ভণিতা
অলোকরঞ্জন সংযোজিত ॥

ক্রিসমাস, জুরিখে

মা-মেয়ে রুপোর ভেলা ধার্য করে অমেয় ক্ষমায়
তারায় আলোর দিকে চলে গেল একটু আগেই,
এখনও দুজনা ওরা আমারই রয়েছে তবু নেই,
এবং ওদের ধাতু তুষারপ্রভায় মেশে—যেটুকু ঘাটতি পড়ে যায়
সেটা আমি—ওরা যেন ক্ষিপ্র-অনায়াসে
নক্ষত্রে না মিশে যায়, পার্থিবতা নিয়ে আমি উল্টোদিকে ছুটি, ঊর্ধ্বশ্বাসে!

পূর্বাচলের পানে তাকাই

ঐ যেরকম বলেছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া
বয়স যেন মহিষদেহে বৃষ্টিধারা

কে-এক অলীক অগস্ত্য সেন বলে গেলেন 'মশায় দাঁড়ান
একটু পরেই ফিরে এসে আপনার এই বস্তিপাড়ায়
প্রাসাদ গড়বো'—আমিও খুব দাঁড়িয়ে আছি

বাতাস বহে পুরবৈয়াঁ

পরের মুখের ঝাল খেয়ে আজ বস্তিপাড়ার যুবন্‌সমাজ
আমার কাছেই খয়রাত চায়, অগস্ত্য সেন
ফেরেন না, তাই আমার পরেই ঝরিয়ে যায়
ঐতরেয় আরণ্যকের শ্রাবণরাজি

আমার তবু শিক্ষা হয় না দুর্বিপাকে
মাথার উপর খপুষ্প খুব ঝরতে থাকে
অভিজ্ঞতা হয় না আমার ঘোর বিরাগেও

স্বভাব আজো বুনো মহিষ শ্যাওলাছাওয়া শরীরে তার
প্রতিশ্রুতির রাগিণী বয় পুরবৈয়াঁ।

ইচ্ছা আমার চলনবিলের হাঁস

গলায় পাস কুমিল্লার টান
ঐ মেয়েটি আমার ভগবান
তিলক কামোদ জামদানি শাড়িতে
জলজিয়ন্ত কনা লায়লার গান।

যেই-না ওকে ডেকেছি 'ভগবান'
কে এক শীধুবিধুর শয়তান
গলায় চেপে ধরে আমায় বলে :
'নেবোই নেবো তোমার গর্দান।'

একফোঁটা ভয় জাগে না। তবু মনে
আমি আমার কুমিল্লার দিকে
স্পষ্ট করে তাকাই তখন আরো
মেয়েটি বুঝি এখনো নয় কারো

আমারো নয়; রবীন্দ্রসদনে
শক্তি যখন কবিতা পড়ছিল
ফস্‌কাল খুব শক্ত করে জোরে
হাত থেকে ওর বিজোড় কাজলদানি

অক্ষত তার অটোগ্রাফের খাতা
নিয়ে সে যেই কবির কাছে যাবে
এক জ্যোতিষী—দেহরক্ষী তার
রাশিচক্রে ছিন্ন পদ্মনাভি

তুলসীতলায় যাবে না, ভাসাবে
ফিরবে না সে, ভাষার শহীদ্ এক

একটিমাত্র প্রেমিক ছিল তার ;
এবার বুঝি লজ্জায় প্রাণ যাবে

সত্তরের দশক থেকে ত্রুটি
সুঠাম ছিল আমার সঙ্গে, তাই
কোনোক্রমে সেদিন ভয়ানক
ভিড় থেকে তার ইজ্জৎ বাঁচাই

তবুও তার মর্যাদাসর্বনাশ
নিজের থেকে বাঁচানো সে কি সোজা ?
ভোগবতীর ভীষণ ভিতর থেকে
মন্দাকিনীর যাক খুলে দরোজা

আর সেখানে উড়ুক এঁকেবেঁকে
ইচ্ছা আমার চলনবিলের হাঁস ....

তৃতীয় বিশ্ব

সান্ত্বনাময় শিশু এখন আবজে আছে মাকে :
'আজকে নেই তো রুটি,
কাল আমি ঠিক তোমার জন্যে মুক্তি নিয়ে এসে
হাসতে হাসতে বন্দিশালায় যাবো'—

রেলগাড়ি ঝমাঝম

শীতের ভিতরে শারদোৎসব এনে
লোকটি ঘুমিয়ে আছে
অর্ধজাগর আরো-কিছু লোক জড়োসড়ো এই মৃচ্ছকটিক ট্রেনে

কামরার ঘষা কাচে
মুখ রেখে এক নববধূ, তাকে দেহস্বামিন্ নকল সোনার বেনে
যাচে,
একথা জেনেও এখনো নেয়নি মেনে

শীতের ভিতরে স্বযাচিত এক শারদোৎসব এনে
যেজন ঘুমিয়ে আছে
নববধূ তাকে চেনেনা তবুও চেনে

হেরে গিয়ে খুশি

এই সিন্ধুমরালের সঙ্গে আর
পেরে-ওঠা সম্ভব হবে না।
হাল ছেড়ে বসে থাকি, পাখি তবু
আমার ভুবনখানি কুরে-কুরে খায়

এবং আমার পরমায়ু

আমি হেরে ভূত জেনে তান্ত্রিক আনন্দে একাকার
বিদ্ধ করে জলের জরায়ু !

সহৃদয়

এই হেমন্তে হৃদয়কে দেবো কৃষিঋণ

অমিয়ভূষণ মজুমদারকে
ডেকে নিয়ে যাবো পাড়ার পার্কে :
'আরো উষ্ণতা রাখুন, আমায় পাঠক হিসেবে বেছে নিন'—

যদি তাঁর লেখা নতুন উপন্যাসে
পঁচিশ পাতার পরেও মন না আসে
ইস্তফা দিয়ে মননের সন্ন্যাসে
আদিবাসীদের সঙ্গে সহজ যুক্তাক্ষরে মেতে যাবো জুমচাষে '

মুক্তিরঙ্গ

'হস্তাক্ষর অবৈধ' লেখা ছিল
বড়ো-বড়ো করে টিকিটের গায়ে, তবু
কণ্ডাক্টর ডিঙিয়ে সঙ্গোপনে
বাস থেকে নেমে অচিন্ পথের বাঁকে
গাছ থেকে এক মহিলা-পাখিকে ডেকে
দশ পয়সার টিকিট দিলাম সঁপে ;
সে বলে উঠল 'বিনটিকিটেই বেশ
ব্রহ্মাণ্ডের যাতায়াত পারি, কোনো
অসুবিধে বোধ করি না, রাজজ্যোতিষীর
রাজপাখি বলে আরো নাকি দু'বছর
পরমায়ু আছে, আশা করি ততোদিন
এভাবেই যাবে'—বলে সে কয়েকজন
পথিককে ডেকে বলল 'এ টিকিটের
নগদ নিলাম হবে···পাঁচ হাজার এক···
পাঁচ হাজার দুই'—এই বলে পাখি নিজে
সেই টিকিটের আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে
জলে ফেলে বাকি আধখানা বাতাসেই
স্ত্রী স্বাধীনতার মতন উড়িয়ে দিল···

লীলাপরিসর

নর্তকীর দুটি হাত
মঞ্চে প্রতিহত তবু আকাশে বিতত
সৃষ্টি করে লীলাপরিসর
নির্বাণেরও একান্ত অজানা

অমৃতধামযাত্রী

আমি কার মৃত্যু-রস আস্বাদন করি
মনে-মনে !

লোহিতচন্দনে
সেইজন শুয়ে থাকে তীব্রসুখী—শহীদ আমার—
তাকে ঘিরে বিদ্যাধর যক্ষ আর কুক্কুর-কিন্নরী
করে বড়ো বেশি হাহাকার

যেদিন পরানো হলো হাতকড়ি
গানের খাতাটি তার দিয়ে গেছে আমাকে, গোপনে,
ঠিক রাত দুটোর সময়

সব-কিছু দিলে যেন ভয়ানক চুরি করা হয় !

দাঁত

সুদন্তী মেয়েটি হেসে উঠেছিল পথের বাঁকে
দুই সারি দাঁত অরব অথচ উচ্চারিত
ভিতরে হয়তো বিশ্বরূপের ইশারা ছিল
কারণ নারী তো বালকৃষ্ণেরই ভিন্নরূপা

ভিতরে হয়তো বিশ্বরূপের ইশারা ছিল
সুরদাস ঠিক ব'লে উঠতেন কামোদ রাগে
'সাযান্তরিক দয়াবারি ঝরে সর্বঘটে'—
আমার দৃষ্টি সরে গিয়েছিল কলকাতাতে

চৌদিকে তার ঘাতকের ঘের, দুজন কবি
স্বনির্বাচিত বই দিল তাকে অতর্কিতে,
তার মৃত্যুর জাদু উপভোগ করবে ব'লে
তারামণ্ডলে ঘড়ির কাঁটা কে এগিয়ে দিল

দস্তিল হেসে দীক্ষিত এক ভিক্ষা করে
যাত্রাবৃত্তে : 'তথাগত, তুমি আমায় দেবে
একটি দাঁতের ভগ্ন-অংশ যার উপরে
মঠের মতন সারা কলকাতা ঢেলে সাজাবো।'

বাঙ্লা

একরাশ কহ্লার ঠেলে তুল্‌হন আমার
উঠে এল পালকির ভিতরে।   এক রাশভারী কহ্লার

আব্‌জে রেখেছে তাকে কষ্টের মতন মমতায়
বড়ো জোর   মুখের অর্ধেকটুকু যেন দেখা যায়

পালক-পিতার মতো আর যত পালকি-বেহারার
পাশাপাশি হাঁটি আমি, আর ভাবি কাকে দেবো ভার
এই রেখালেখ্য আঁকবার—

নন্দলাল বসু নাকি অবাঙালি হীরাচাঁদ ডুগার ?

অনন্তা

অনন্তা সে
বুনন-ঘাসে
        বসেছে, নাকি বসে
চলে গিয়েছে
তর্জা বেঁধে
        বাধায় তর্ক সে
        পাড়ায় খরগোশে····

শান্তিস্বস্ত্যয়ন

শান্তি কোথায় ?
            লণ্ডনডেরি,
            না পণ্ডিচেরী ?

শান্তি কার ?
            শয়তানদেরই,
            না পণ্ডিতেরই ?

কেউ অতিশয় শশব্যস্ত রীতিমতো শান্তি বাধান,
অডেন কিন্তু লেখেন তখন ছোট্ট একটি শান্তির গান !

বেবি-সীটিং

উলে-মোড়া অ্যাস্ট্রোনট-শিশু
আমার অঙ্গনে আজ হেঁটে যায় ; আমরা দু'জন
আমাদের তাম্রি হাতে ভোগ দেবো আজ

খেয়েছে নেয়েছে তবু রাজকর নিতে যেন চায় মাথা-পিছু
তাই ঘুরে-ঘুরে যায় আমাদের বিজন অঙ্গন
কতোটা জগৎ বুকে' নিতে পারে তার শুধু সেদিকেই মন

আচমকা ত্রিমিকি নাচ জুড়ে দিল অ্যাস্ট্রোনটরাজ !

তুষার রায়

দু-দাগ ওষুধ বাকি ছিল, নিদাঘবেলার পাখি
বলেওছিল : 'তোমার শুধু দু-দাগ অসুখ বাকি !'
'তোমার মতো এলিজি এক আলোর এপিগ্রাম'
বলতে চেয়েছিল সবাই, তবুও পুন্নাম
স্বর্গে যাবার লোভ হলো তার ঈষৎ সামনে ঝুঁকে,
সত্যি বলতে, মুলতুবি আর রাখল না মৃত্যুকে !

উপনিবেশ

একটি চড়ুই   একক উপনিবেশ
অশ্বত্থের ডালে
খুব চেয়ে ত্যাখে   আমাকে   নির্নিমেষ
এবং সাঁঝসকালে

সদস্য হতে আমাকে আমন্ত্রণ
জানায় সে সর্বদা
আমি তাকে বলি : ভয়ানক ঘৃণা করি
ঔপনিবেশিকতা !

পথের ধারে

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
প্রায় প্রতিদিন লক্ষ করি
রাধিকামোহন মৈত্র
বসে আছেন ঘোড়ার উপর

তাঁর উপরে সৃজনচৈত্র
ঝরে না আর তিনি এখন
সৃষ্টিবিহীনতার সৃষ্টি
মাঝে-মাঝে গানের উপর

দু'তিনটে প্রবন্ধ লেখেন
তাঁর নিজস্ব সরোদখানা
ছাত্র-তীর্থযাত্রিকদের
বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন

অনন্তমূল প্রজ্ঞানন্দে

অদীক্ষিত

গোলাপের গায়ে খুব মস্ত ক'রে লেখা ছিল 'L'—
অদীক্ষিত তিন যুবকের
অভিলাষ জেগেছিল গোলাপ চালিয়ে জালন্ধর
চলে যাবে, আনতেই প্রথাস্তুগ একটি দোয়েল
সব করে দিল হেরফের

গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের মধ্যে তিনজনের দারুণ মনান্তর
ঘটে যেতে খি-খি করে হেসে উঠল নিরীহ বিকেল !

দাউদ হায়দার

মূর্তি নিরঞ্জনের পরে ঘরে ঢুকতেই কার
আবহ-আবৃত্তি শুনছি ? দাউদ হায়দার !
কে জানে তাঁর মনের খবর, কোন্ ঘরানায় নেচে
এখন এলেন, এসব আমার জানতে বয়ে গেছে !
বিজয়া দশমীর পটে সেদিন সন্ধে জুড়ে
দাউদ আমার যাদবপুরের গহনান্তঃপুরে
প্রথম এবং শেষ অতিথি—প্রতিদিনের বেশি—
কোন্ ধরনের খেলায় কাদের কেমন রেশারেশি
এসব আলাপ-আলোচনাও লাগল দারুণ দামী ;
যাবার মুখে দাউদ : 'এলাম' ; 'খোদা হাফেজ' আমি।
রাত্রি বোধহয় সাড়ে-দশটা, শাপ্‌লা-দিঘির ধারে
আমার দায়াদ আরো বিশাল উত্তরাধিকারে
আমায় যখন রেখে গেলেন বাজ্‌স দোতারাতে :
পরিচ্ছন্ন রৌদ্র যেন ক্রিকেট খেলার মাঠে !

অন্তঃশীলা

'সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে' এই বলে সেই
বাস-কণ্ডাক্টর
ঊর্ধ্বে তার শূণ্য হাত উত্তোলন করেছিল যেই
আমরা ক'জন—ছ্যাচড়া অধ্যাপক, মজুর, ডাক্তার—
শিউরে উঠে চেয়ে দেখি মেয়েদের আসনে
রেক্‌ল্যুজি মেয়েটি তীব্র আনন্দে অসাড় ;
আর সেই উদ্ভাসিত বাস-কণ্ডাক্টর
দুপুরসূর্যের নিচে—ছিন্ন এক জিন্‌স্ পরনে—
ঘন্টি দিয়ে বাস থামিয়ে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার
ঝাড়
কোত্থেকে ছোঁ মেরে এনে মেয়েটির পায়ে রেখে তার
প্রার্থনা শোনাতে যাবে ভিখারীর মতো প্রাণপণে,
সে-নারী হঠাৎ তাকে আঁকড়ে বলে : 'দিগন্ত আমার —'

মুলাম্বেরা

জুনাগড়ের প্রিন্স
পরণে ছিল জিন্‌স্‌
শুনতে এলেন দৃপ্ত কবি বীয়ারমানের গান

সঙ্গে ছিলেন তাঁর
রাজকুমারী আর
অবনম্র সাতটি স্তাবক এয়ার ইণ্ডিয়ান

‘বড়োই চমৎকার’
বলেন রাজকুমার
‘প্রতিবাদের এহেন গান’—যতেক সমঝদার

প্রতিধ্বনিময়,
নিন্দুকেরা কয়
পার্টিতে পড়েনি সেদিন দ্রব্যগুণের টান!

প্রৌঢ়

ইসাবেলরঙা ওড়না তোমাকে পরাবো আমার অস্তবেলায়,
ইসাবেলরঙ কাকে বলে তুমি জানোনা — গ্রাম্য নারী—
কাকে বলে সেটা আমিই কি জানতাম ?
অভিধান খুলে সকালে জেনেছি স্বদেশী রঙের বিদেশী নতুন নাম
আর জেনে নিয়ে জগতে যেই গেলাম
ইসাবেলরঙা ওড়না খুঁজতে তোমার গায়ের মাপে,
আমি নাকি খুব ভ্রষ্ট হয়েছি, ভুল বয়সের পাপে
অভিশাপ দিল আমাকে ব্রহ্মচারী !

উৎসর্জন

আমার বন্ধু বিকাশ   সে-এক
শিকারীর বক্রমে
কী ছিল তার নীল তালিকা
বানাচ্ছে উদ্যমে :

নরমুণ্ড, নরমুণ্ড, নরমুণ্ড আথ্'—
ব'লে হঠাৎ বিকাশ
আমার মুখের পরে তাকায়
চায় কি আমার বিনাশ ?

'বিকাশ, তোকে দেবো আমি সোনার পদ্ম, তোকে
'বিপল-অনুপল
সকল দেবো'—বিকাশ তবু কাপালিকের ঝোঁকে
আমার মাথার উপর

খড়্গখানি ঝুলিয়ে রাখে, মুণ্ড দেবার আগে
যেই তুলেছি মাথা
দেখি আমার বন্ধু কেমন স্নেহার্ত সংরাগে
সৌর পরিত্রাতা !

নাম

এ কোন্ পাখি, দুধরাজ, না ছাইরঙা কাবাসী ?
বৃষ্টিধোয়া হলদে খঞ্জন ?
কঙ্ক না নীল পতঙ্গভুক
অথবা রাজশকুন বিলক্ষণ ?

'পাখির কী নাম পাখির কী নাম' আমি
জানতে গেছি প্রতিবেশীর কাছে,
'বনফুলের ডানায় কি এর উল্লেখ রয়েছে ?'
নামহীনতায় জামিন

রেখে আমায় পাখি হঠাৎ পালিয়ে গিয়ে বাঁচে !

মূল্যায়ণ

দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই-আসি
হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশী

বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায়   সুরের রক্তে বাঁশী ভেজায়

জন্মদিনের জামা আমার।
রক্তে যখন ভাসি
কেউ বলে সংসারী আমি কেউ বলে সন্ন্যাসী!

আমাদের বাড়ি

কোনো ঠিকানায় খাতাই যেমন সম্পূর্ণ নয়
নতুন নতুন নাম এসে পড়ে সৌরেনের টেলিফোন নম্বর
রজতের ঠিকানায় ঢুকে গিয়ে ঘটায় গার্হস্থ্য বিপর্যয়

আজ আমি চোখ বুজে একরাশ অতিথি ধরে এনেছি, এ ঘর
ভেঙে যেতে-যেতে বড়ো হয়, আর ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর
অঙ্গনারা ঝুঁকে দ্যাখে কী করে সামলাও তুমি অতিথির ঝড়

মাঝে-মাঝে সপ্তাহান্তে এরকম আপাতপ্রলয়
বাধিয়ে তোমার আভা লক্ষ করি সমস্ত সময়
জপি : অতিথির ভিড় কখনো যেন না কম হয়...

যতিচিহ্ন

আমাদের ভ্রমণ ফুরিয়ে যায় বিকেলের একটু আগেই
সমস্ত বিষয়ে সব কণিকা সমীক্ষা শেষ, তিতিরের ডানায় বণিকাতঙ্ক
বিষয়ক বলাবলি তার অনুবাদ তার রেশ
শেষ হয়ে যায়, 'ফ্লাস্কে আরো একফোঁটা
চা আছে নাকি ?'—তিতিরের আবর্জিত একটি পালক
আমাদের দাম্পত্য সুখের মধ্যে বেদনার
আরামে নিভৃত বিঁধে থাকে, ভিন্‌গেরামের গির্জায় দক্ষিণী
নারীদের স্তোত্রগাথা ঈশ্বরীয় ক্ষতিপূরণের কথা বলে,
'সুখ, না আনন্দ', দেখি না-সুখ, না-আনন্দ, হঠাৎ

তিসিবনে একা শিশু ভেসে আছে নিস্তব্ধ-উদাস

বন্দীবিনিময়

বাংলোর বারান্দা থেকে জেলখানার অবাচী-প্রাচীর
চেয়ে দেখি তীব্র অবকাশে—
কয়েদীপ্রণীত এই বাগিচার নিচে সমাধির
দুয়েকটা পাথর শুধু হাসে

বারুদ-বিরতি হলে যেরকম শান্তিপ্রিয় সাপ
একরাশ পাখি রাখে পুষে
অথবা যেমন জাগে অযাচিত পুরোহিতদল
বন্দীবিনিময়ের প্রত্যূষে

জেল-সুপার আমার প্রাক্তন বন্ধু, আজ তাঁরও ছুটি,
তিনি আজ অত্যন্ত কোমল,
আমরা পঞ্চম বর্গে পড়তাম শান্তিনিকেতনে
সেই সূত্রে তাঁর চোখে জল

আরেক বন্ধুর ছেলে এখনো রয়েছে এই জেলে
এই নিয়ে বলাবলি করি :
'এরা কেন বোকার মতন মাতে গণআন্দোলনে';
'এখন কলাভবনে মূর্তিবিদ্যা শেখায় শর্বরী'

এমন সময় দেখি চতুষ্কোণী সূর্যের পিছনে
বল ছোঁয় আকাশের তল,
গোধূলি পেতেছে জাল খেলার অসীম আয়োজনে
বন্দীরা খেলছে ভলিবল—

অতিথিদশায় আমি অন্তরীণ আর ওরা স্বাধীন
এক মুহূর্তের পরিসরে……
বন্ধুকে বলতে গিয়ে প্রতিবাদ শাশ্বত শালীন
রবীন্দ্রসংগীতে ঝ'রে পড়ে !

অদ্বিতীয়

দ্বিতীয় ভল্যুম বেরুবে কি বেরুবে না

জানিনা। শুধুই প্রথম ভল্যুমে

ঘুমেজাগরণে জাগরণেঘুমে

একটি শব্দ লিখে রাখি : 'ভালোবাসা'

উত্তর কলকাতা, এক ফাল্গুনের ভোরে

কার বাড়ি খুঁজে পাবো ? অরুণাক্ষ চৌধুরীর বাড়ি—
দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বেলেঘাটা, জৈন মন্দির
পার হ'য়ে এসে গেছি ; পা চলেনা, ঈষৎ দাঁড়াই,
একটু-একটু হাঁটি, কিন্তু ওকি সাপ-সাপ গলি
দুধে-আলতা অন্ধকারে স্নান সেরে সুবর্ণ গোধিকা
ঘুরে-ঘুরে কালকেতুর ঘরের সামনেই ছদ্ম-সাপ
এক্ষনি পার্বতী হবে, ভাগ্য ফিরে যাবে যেন কার !
গঙ্গার ঘাটের কাছে নিবিড় ঘুমন্ত গাড়োয়ান
রেণুজীর গল্প থেকে ফিল্মে নেমে উৎসে গিয়ে ফের
মাটির মানুষ হ'য়ে শুয়ে আছে, কয়লাখনি থেকে
কলঙ্কের কালিঝুলি মেখে এল সদারের মেয়ে
সূর্য জন্ম দেবে ব'লে। তারপর একটি মুহূর্ত,
একটি মুহূর্ত কাঁপছে ব্রহ্মসংগীতের আনন্দম্
রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের কিনারে স্পন্দমান
মৃত্যুর মৃদঙ্গে বাজে : 'কেন ভোলো, মনে করো তাঁরে'
তার পাশে তুমি আমি যুগ্মক মন্দিরা, তার পাশে
একটি মন্দির। একটি মন্দিরা একটি মন্দিরা
মাঘোৎসবের হিম ভেঙে ঢল নামে বৈতালিক
সূতমাগধবন্দীনাংসংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈ
মাভৈঃ মানুষ মেঘ কাদামাটি ঘাস কানাগলি
আর ঐ অধ্যাপক অরুণাক্ষ চৌধুরীর বাড়ি
ঢাকা পড়ে গেল, তাঁর ডি-ফিল ভাঙিয়ে নিরুপাধি
নশ্বর মানুষ তার গুর্জরী টৌড়ির দল নিয়ে
আমার বদলে দেখি জন্ম নেয়, বধির শ্রোতাকে
ভালোবাসে; বাড়ি খুঁজে পায় না কখনো, পার হয়
দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বেলেঘাটা, জৈন মন্দির···

যাবো

সাইকেল রিক্‌শার হর্ন বেজে উঠলে যাবো ।
শিফ্‌ট শুরু হবার আগেই
অথবা ঈষৎ-শেষে, ঘুমের আবেশে
সাইরেনের শব্দ নীল ভ্রমরগুঞ্জন মনে ক'রে
মঞ্জিষ্ঠা-অধরে চুমা দিতে গিয়ে ফের
দরবেশ পোশাক প'রে সুফীদের দেশে

যাবো
মেরি টাইলার অমলেন্দুর কাছে ফিরলে, মেরি টাইলারের
জেলখানার সেই সিস্থ গাছে
পীতাভ
পাতায়-পাতায় কিছু পাখির ভিজ্মির ছিঁড়ে গেলে
বিছাবো
মেদুর মাদুর, তার জমিনে থাকবে অম্লিলতা

সাইকেল রিক্‌শার হর্ন যে বাজাবে তার মেজো ছেলে
কোন্‌-একটা কলেজে পড়ে, বাপের হোটেলে
রুচি নেই, চিঠি দেয়নি বহুদিন হলো ;
মেরি টাইলারের অভিজ্ঞতা
তিক্ত করে দিয়ে কিছু কর্মচারী পাশপোর্ট বিকোলো
প'ড়ে-যাওয়া-নিক্‌সনের দরে
আমার যাওয়া না-যাওয়া দু'দিকে সমান ঝুঁকে পড়ে !